২২ জুন ২০১৯

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১৯ উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বাংলাদেশ, বারসিক, নাগরিক উদ্যোগ, ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ, সিডিপি, গ্রীনভয়েস, চাঁদের কণা, ইকো সোসাইটি, পরিবেশ রক্ষা এখনই, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, এলামনাই এসোসিয়েশন অব মেরিন সায়েন্স (সি.ইউ.) ও মুক্তি ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে আজ ২২ জুন ২০১৯ শনিবার সকাল ১১.০০টায় পরিবেশ অধিদপ্তর মিলনায়তন (নতুন ভবন) আগারগাঁও, ঢাকায় **"বায়ু দুষণ ও করনীয়"** শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বাপা'র সহ-সভাপতি বিশিষ্ট লেখক-গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ এর সভাপতিত্বে এবং বাপা'র যুগ্মসম্পাদক মিহির বিশ্বাস এর সঞ্চালনায় এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাপা'র সহ-সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদ মহাপরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর, ডা. মো. আব্দুল মতিন সাধারণ সম্পাদক বাপা, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট এর প্রধান নির্বাহী আমিনুর রসুল বাবুল প্রমুখ ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান পরিবেশের অবস্থায় মানুষের বেঁচে থাকার আশংখ্যা দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা সৃষ্টির মূলে রয়েছে কিছু নিলিপ্ত মানুষ যারা আজ দেশের মানুষের নির্মল বায়ু গ্রহণ করে বাঁচার অধিকারটুকুও ছিনিয়ে নিয়েছে। দেশের পরিবেশ রক্ষা করার মূল দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। সরকার সে দায়িত্ব পালন করছে না, প্রশাসন ও কিছু অসাধু রাজনৈতিক নেতাদের কারণে আজ পরিবেশের দুরাবস্থা। তাই আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আবেদন করি তিনি যেন দেশের পরিবেশ রক্ষায় দৃষ্টি দেন।

সভাপতির বক্তব্যে সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, সরকার সব কিছুই জানেন কারা এ দূষণ করছেন, কিন্তু সব জানার পরেও সরকার কেন দেশের বায়ু দূষণ বন্ধে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। দেশের পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব সরকারের। আমরা দেশে ভোটের মাধ্যমে জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করি আমাদের সুখ দুঃখ দেখার ও বোঝার জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন জন প্রতিনিধি কোন এলায় সেখানকার জনগনের সঙ্গে পরিবেশের সমস্যা নিয়ে কথা বলেছে বলে আমার মনে হয় না। বর্তমানে বায়ু দূষণের ফলে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে সুস্থ্য বায়ু নিয়ে বেঁচে থাকায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, এবং এ অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আগামী ৫০ বছর পরে ঢাকা শহরে মানুষ বাঁচবে কি না সে ব্যপারে সন্দেহ আছে। তাই আমি সরকারের কাছে বায়ুদষণ বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের দাবী জানাই।

BANGLADESH PORIBESH ANDOLON (BAPA)

9/12, Block-D, Lalmatia
Dhaka-1207, Bangladesh
Call:02-58152041
E-mail: bapa2000@gmail.com
Web : www.bapa.org.bd

ড. এ, কে, এম, রফিক আহাম্মদ বলেন, আমরা পরিবেশ সংরক্ষনে কাজ করে যাচ্ছি। ইট ভাটার জন্য উন্নত ও পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। তবে আমরা এ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে কাজ করছি। আমরা নন ফায়ার ব্রিক্স এর মধ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি ব্লক ইট তৈরীর জন্য। আমরা পরিবেশ দূষণের কারণগুলোকে চিহ্নিত করেছি এবং আইনগুলোকে হালনাগাদ করেছি। তিনি বায়ু দূষণসহ পরিবেশ দূষণ বন্ধে দেশের পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে এক সাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ডা. মো. আব্দুল মতিন বলেন, পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে আরো শক্তিশালী হওয়া দরকার। কারণ প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারা দেশে যারা এ সমস্ত নোংরা কাজে জড়িত তারা অনেক শক্তিশালী। তাদের মোকাবেলা করার মত সক্ষমতা এখনও পবিেশ অধিদপ্তরের নেই। তাই পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরকে তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করার জন্য অনেক বেশী শক্তিশালী হতে হবে। আজ দেশ এক ভয়ংকর দূষণের স্বীকার। নদী, শব্দ এবং বায়ু দূষণ । এর মধ্যে বায়ুদূষণের ফলে মানুষের প্রাণ আজ প্রায় উসঠাগত। এ জনবিধ্বংসী কর্মকান্ডে এক শ্রেণির অসুভ আত্মার লোক যারা সরকারের ভেতরের লোকজনকে ম্যানেজ করে এটা করে যাচ্ছে। পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের কাজ পরিবেশ দূষণ বন্ধ করা নয় বরং পরিবেশকে সংরক্ষণ করা যাতে পরিবেশ দূষণ না হয়। সারা দেশে উন্নয়নের নামে দেশের পরিবেশকে ধ্বংস করা হচ্ছে যেটা দেশের পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব পড়ছে। এমন না যে আমরা দেশের উন্নয়ন চাই না। আমরা উন্নয়ন চাই কিন্তু তা পরিবেশ ধ্বংস করে নয়।

মূল প্রবন্ধকার অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার বলেন, বায়ু দূষণ এর কারণে প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় ১ লাখ ৯৫ হাজার মানুষ মারা যায় । মানুষের মৃত্যুর দশটি কারণের মধ্যে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে বায়ু দূষণ। ২০১৬ সালের মাঝামাঝি সময় হতে ঢাকার বায়ু নতুন করে দূষিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। গত ৩০ বছরে পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন জনিত মৃত্য হার কমলেও বায়ুদূষণ জনিত মৃত্য হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও বলেন বায়ু দূষণের ফলে মানব স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষ্য করা যায় এবং বায়ু দূষণের কারণে ঢাকার বৃক্ষের বৃদ্ধি ও ফলন ব্যহত হচ্ছে। তিনি ইটের ভাটা গুলোকে বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ হিসেবে দায়ী করেন এবং বায়ু দূষণ রোধ

BANGLADESH PORIBESH ANDOLON (BAPA)

9/12, Block-D, Lalmatia
Dhaka-1207, Bangladesh
Call:02-58152041
E-mail: bapa2000@gmail.com
Web : www.bapa.org.bd

করার জন্য অধিক গবেষণার পরামর্শ দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, বায়ু দূষণ বিষয়ক গবেষণার পরিমান তুলনামূলকভাবে অনেক কম, গত ২৫ বছরে মাত্র ১১৫টি বায়ু দূষণ বিষয়ক গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে।

উক্ত সেমিনারে অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার সম্পাদিত **"সমসাময়িক পরিবেশ ভাবনা"** নামক পরিবেশ বিষয়ক একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

(সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন জনাব মিহির বিশ্বাস যুগ্মসম্পাদক, বাপা)

ধন্যবাদসহ-

মিহির বিশ্বাস
সেমিনার সম্বয়ক ও যুগ্মসম্পাদক, বাপা

BANGLADESH PORIBESH ANDOLON (BAPA)

9/12, Block-D, Lalmatia
Dhaka-1207, Bangladesh
Call:02-58152041
E-mail: bapa2000@gmail.com
Web : www.bapa.org.bd